যুগান্তর

তারিখ 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

কলাপাড়ার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো চলছে শুধুই কাগজে-কলমে

কলাপাড়া প্রতিনিধি

উপজেলার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার অধিকাংশ চলছে শিক্ষা অফিসের খাতা-কলমে। না আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী না আছে শিক্ষক; নেই কোন ঘর। শুধু সরকারি বেতন-ভাতা ও অনুদান ভোগ করার জন্যই শিক্ষা বিভাগের কাগজে-কলমে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে আছে। কাগজে-কলমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং হাজিরা দেখানো হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে উল্টো চিত্র। অবস্থা এমনই যে কোথাও এসব মাদ্রাসার কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায়নি। এলাকার সচেতন মানুষের তথ্যমতে ও সরেজমিন তদন্তে এ চিত্র পাওয়া গেছে। কলাপাড়া শিক্ষা অফিসের তালিকা অনুসারে কলাপাড়া উপজেলায় ৩৭টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় ২৬১০ জন ছাত্র এবং ২৬৬৭ জন ছাত্রী রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা সংযুক্ত একাধিক এবতেদায়ী মাদ্রাসা। ২০০২ সালের হালনাগাদ তথ্যানুসারে পাওয়া যায় এসব তথ্য। কিন্তু বাস্তবে চিত্র উল্টো। দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী থাকলেও স্বতন্ত্র প্রায় ৩০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সব মিলিয়ে পাঁচশ' শিক্ষার্থীও নেই। প্রায় ২০টি মাদ্রাসার কোন ঘর নেই। শিক্ষা অফিস শুধুমাত্র তাদের কাগজে-কলমে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী সংখ্যা দেখিয়ে তার মধ্যে আবার শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাবে তার হিসাব করে রেখেছেন। এভাবে সরকারি অর্থ লুটপাট করার একটি ফাঁদ পাতা হয়েছে বলে বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ডালবুগঞ্জ নেছারিয়া লতিফিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা দাবিদার ফজলুর রহমান গাজী (৫২) যুগান্তরকে জানান, ১৯৮৪ সালে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন; তারপর ৫/৬ বার নাম বদল করে কখনও সিনিয়র, কখনও দাখিল দেখিয়ে মাদ্রাসা করেছেন। বর্তমানে তার পুকুর পাড়ে কলাবাগানের মধ্যে মাস দেড়েক আগে একটি দোচালা টিনশেড ঘর নির্মাণ করেছেন। ঘরটির কোন বেড়া নেই। নেই কোন চেয়ার-টেবিল। সেটির নাম দিয়েছেন ডালবুগঞ্জ নেছারিয়া লতিফিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা। তার দাবি ৩০/৩৫ জন শিশু আছে। পাশের একটি মসজিদে সকালে এসে তার কাছে পড়ে। কাগজে-কলমে আরও দুজন শিক্ষক রয়েছেন- একজনের নাম বেল্লাল হোসেন, অপরজনের নাম শাহজাহান। তার সঙ্গে কথা বলার সময় ওই গ্রামের মোজাহিদুল ইসলাম নামের এক যুবক বললেন, সব মিথ্যা, শুধুমাত্র সরকারি অনুদান, টাকা-পয়সা ও গম খাওয়ার জন্য কাগজে-কলমে এসব চলে। ইতিপূর্বে বহু টিন, গম আত্মসাতের অভিযোগ করলেন এলাকার অনেকে। অথচ শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা ওই মাদ্রাসায় ৫২ ছাত্র এবং ৫৪ জন ছাত্রী দেখিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে। একই অবস্থা পাশের গ্রামের পেয়ারপুর সালেহিয়া মাদ্রাসার। সেখানে মাদ্রাসার খোঁজ করলে এলাকার লোকজন দেখায় বিলের মধ্যে একটি খড়ের ঘর। সেখানে পাঁচখানা তক্তা দিয়ে বেঞ্চ করা হয়েছে।